তবু সেই মোর কবিতা

ভোলানাথ মজুমদার

BANGLADARSHAN.COM

এসেছিলে তোমরা

এসেছিলে তোমরা,
দাবী নিয়ে একটা ছোট্ট কবিতার,
(আধুনিক হলে ভাল হয়)
কিম্বা কোন পাকা লেখা।
কিন্তু কি দেবো
কোনটাই জানা নেই আমার
অথবা শিখিনি।
তবু নাছোড় বান্দা, কিছু দিতে হবে
সাদা কাগজে কালির আঁচড়
বস্তু না হোক বাস্তব কিছু।
যা আছে তা ফুলের কথা, পাখীর কথা
অথবা প্রকৃতির
অতি পুরাতন
ভাবছন্দ মিলের ঠাসাঠাসি।
নেই কোন অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ
কিম্বা আধুনিকতা
শুধুই কবিতা।
তাই তোমাদের কথাই তোমাদের লিখে পাঠালাম
সবটুকু বাস্তব
যেমন বাস্তব ‘এসেছিলে তোমরা।’

BANGLADARSHAN.COM

অভিমান

আমার স্বভাবের একটা ত্রুটি
অনেকটা নেশার মতন,
অধিক রাতে কলকাতায়
খুঁজে ফেরা
আমার গল্পের উপকরণ।
ঘরে ফেরা মাঝ রাতে
কখনও তারও পরে
ছকে বাঁধা জীবন।
অনুনয় আস্ফালন
প্রতিজ্ঞা ভূরি ভূরি
বারবার হয়েছে নিস্ফল,
ট্রাডিশন হয়নি হেরফের।
সেদিনের ফেরাও ছিল
প্রাত্যহিক নিয়মে।
সদর থেকে অন্দরে
সব কটা দরজা খোলা ছিল
হাট করে,
টেবিলে রাতের খাবার
পরিপাটি করে রাখা,
সযত্নে ভাঁজ করে রাখা
চিরকূট একখানা
জলের গ্লাস ঢাকা–
‘খোঁজ কোরোনা মুক্তি দিলাম’
অভিমান! হয়ত জমেছিল
তিল তিল করে,
গল্পের উপকরণ
শেষে মিলল নিজেরই ঘরে।
প্যাডের কাগজ নিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

লিখতে বসলাম
মনে নেই গল্প না কবিতা
কোনটাই মনোমত হল না তা।
যা লিখলাম ছিঁড়লাম
এক এক করে
কাগজে কাগজে ঘর গেল ভরে।
ঘুম ভাঙ্গল অফিসের
সময় পার করে।
ঝক্‌ঝকে মোজায়েক
জানালার উপচে পড়া রোদ
জ্বালাধরা চোখ
প্যাডের সাদা কাগজে বিদ্রূপ
সেখানে নেই কোন কালির আঁচড়।

BANGLADARSHAN.COM

যুগান্তর

মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল, আজও যাচ্ছে
কত ঝড় ঝঞ্ঝা গোলা বারুদ প্রতিনিয়ত।
চলছে ধর্মের নামে মারামারি হানাহানি
জাতির নামে দেশ বিভাগ
গোষ্ঠীর স্বার্থে লুণ্ঠন ধর্ষণ অপহরণ।
পরাভূত মানুষের প্রেম মানুষের বিবেক।
স্রষ্টা যোগনিন্দ্রায় নিদ্রিত।
মাতা বসুমতী ধ্যানমগ্ন।
বাসুকী! এখনও কেন স্পন্দনহীন নিশ্চল
স্নেহময়ী জননীর মত?
নামাও মাথার ভার একটিবার
ঋজু হয়ে বসো
না হলে রজ্জু হয়ে গর্জে ওঠ আর একবার
বিষ নিঃশ্বাসে মন্থিত হোক মহার্ণব।
বিন্ধ্য হিমালয় কারাকোরাম
ডুবে যাক সাগরের অতলে
মানুষ নেমে আসুক একই সমতলে,
সুরু হোক মানুষের জয়যাত্রা
নতুন ভূখন্ডে।
তা যদি না হয়
পরমাণু ক্ষেপণের আগেই
একটা ঝড় উঠুক
মহীরূহের অঙ্গ থেকে খসে পড়ুক আচ্ছাদন
শির থেকে শিরস্ত্রান,
তার গর্বোন্নত শির নুয়ে পড়ুক মাটির শরীরে।
শুধু অক্ষত থাক মরূদ্যান মরুর অন্তরে।
যেখানে সঞ্চিত থাকবে
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তৃণ ও তৃষ্ণার জল।

BANGLADARSHAN.COM

তবু সেই মোর কবিতা

কবিতা আমারও আছে
যেমন সবার থাকে দেহের প্রতি পরমাণুতে
হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে।
তবে যদি মিল চাও
তোমার কবিতার সঙ্গে
কোনদিন মিলবেনা,
কেননা—আমি প্রেমিকা নই
প্রেমের ব্যাপারী।
আমি বারাঙ্গনা
তোমারই ফসল বুকে নিয়ে
তোমারই অঙ্গনে আমার নিত্য বেচাকেনা।
আমি যে শুনেছি প্রতিনিয়ত
তোমার বেদনাহত, বঞ্চিত
হৃদয়ের ব্যাকুল বিলাপ
অবলুপ্ত চেতনার আকুল সন্তাপ।
নিজে তাই রক্তাক্ত হৃদয়ের দুঃখ লজ্জা গ্লানি
তুচ্ছ মানি
নিষ্পেষিত অধরে প্রতারক হাসি টানি
সিঞ্চিত করেছি শান্তি,
মুক্তি দিতে তোমার অশান্ত হৃদয়ের সর্বগ্লানি ভয়
বারংবার। আমার এ নিষ্ঠুর অভিনয়
হোক ক্ষণিকের, তবু সেই মোর কবিতা
আমার অপরাহত জয়।

BANGLADARSHAN.COM

সমতা পরিষদের কবি সম্মেলন, ১৯৯৩

মিলনোৎসব

জীবনে অনেক আনন্দ মেলায়
পেয়েছি নিমন্ত্রণ যার অনেকটাই
ছিল মেকী। বাকিটা অতি সাধারণ।
তার কিছু কিছু স্মৃতি টুকিটাকি কথা
যা হাতে গোনা যায়–মাঝে মাঝে
ভেসে ওঠে মনের পর্দায়।
কোনটা কালস্রোতে গেছে ক্ষয়ে–
কিম্বা ফিকে হয়ে গেছে স্মৃতির পাতায়।
সেইসব উৎসবের দিনে–
আলোর রোশনাই,
যন্ত্রসঙ্গীতের মোহজাল,
সুখাদ্যের মাদকতা
চেনা অচেনা স্লীভলেশ বৌদিদের
পালিশ করা ঠোঁটে কোলগেট হাসিটি
নিয়ে উষ্ণ আপ্যায়ণ;
অভাব ছিলনা কিছুই।
মনে হয়েছে তখন–
পেলাম যা' হয়ত তা অমূল্যরতন।
একসময় ভেঙ্গেছে ভুল–
মনেও হয়ত পেয়েছি ব্যথা,
যখন মনের ক্যাসেটে শুনেছি
সেইসব হাসিগান মাপা কথা,
মন বলেছে তা প্রাণহীন আড়ম্বরই নয় শুধু
বিত্তের দাম্ভিকতা আর আনন্দের প্রতিশ্রুতি–
যা ছিল না, তা হৃদয়ের উত্তাপ
কিম্বা আন্তরিকতা।
মিলনের আনন্দযজ্ঞে তাই বার বার
ডাক এলে ছুটে গেছি সেথা

BANGLADARSHAN.COM

যেথা নেই কোন রোশনাই, দম্ভ অকারণ,
আছে শুধু কথা, হাসি, গান
হাতে হাত প্রাণে প্রাণ,
যেথা বহুদিন পরে পরিচিত আঁখির ভাষায়,
শুনেছি প্রাণের ব্যাকুলতা,
হৃদয়ের স্পন্দন।

উত্তরপাড়া গভঃ হাই স্কুল
পুনর্মিলন উৎসব, ১৯৯৩

BANGLADARSHAN.COM

আবার আসিব ফিরে

আবার আসিব ফিরে
অঙ্কুরিত হব হিমালয় থেকে মহাসাগরের
বিস্তীর্ণ মাটির বুকে কোনখানে।
খদ্যোৎ হয়ে খুঁজে বেড়াব,
আমার পূর্বসত্ত্বাকে
আর অভিষিক্ত করবো আমার
না পাওয়ার ইচ্ছাদের
যারা যুগ যুগ সংরক্ষিত আছে
আমার হৃদয়ের গোপন প্রকোষ্ঠে
কেন না আমার কাম্য নয়—মোক্ষ অথবা মুক্তি।
মাতৃক্রোড়ই আমার মুক্তাঙ্গন,
আমার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরপাড়া,
৭ই ফাল্গুন, ১৪০৪

শেষ ইচ্ছা

শীতের পড়ন্ত বেলা
হঠাৎ নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে
দিগন্ত জুড়ে
কুয়াশার কালো ছায়া
সামনে পিছনে সব পথ অচেনা
দুর্নিবার এক ভয়
আমার রক্ত মাংসের সত্ত্বাকে আঁকড়ে ধরতে চায়
দু হাতে।
হে মহাকাল
বিদ্যুৎ হানো একটিবার
শুধু বলে যাব–
ভালই ছিলাম এখানে
সুখ দুঃখ নিয়ে তোমাদের মাঝে পুরনো আস্তানায়।

BANGLADARSHAN.COM

‘কবিতা নিয়ে’
সমতা পরিষদ কবি সম্মেলন
ডিসেম্বর ১৯৯৬

অভাবের সংসারে

অভাবের সংসারে
যে আসছে আসতে দাও
যদি দেখতে চাও প্রাণোচ্ছল হাসি,
মানুষ হাসতে ভুলে যাচ্ছে।
অভাবের সংসারে–
যে যাচ্ছে যেতে দাও
যদি দুমুঠো খেতে চাও পেট ভরে;
খাদ্য ফুরিয়ে যাচ্ছে।
অভাবের সংসারে
যে থাকতে চায় থাকতে দাও
একটু মমতা আর ভালবাসা দিয়ে
ভালবাসা হারিয়ে যাচ্ছে।
কারণ
প্রাণোচ্ছল হাসি
নির্ভেজাল খাদ্য
খাঁটি ভালবাসা
এইসব ভালভাল কথা
এরপর হয়ত খুঁজে পাবে
শিশুপাঠ্যে কিম্বা অভিধানে।

BANGLADARSHAN.COM

‘আনন্দ’ শারদীয়া ১৪০৪

না বলা কথা

অনেক পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে,
সাগর, মরু পার হয়ে,
আজ এসে দাঁড়িয়েছি জীবনের শেষ সীমানায়।
পিছনে তাকিয়ে জীবনকে মনে হয়েছে
একটি কথামালা।
যে কথাটা ঠিক ঠিক সাজালে
হবেও বা কোন ইতিহাস,
যার শুরু ও শেষ দুইই আমার অজানা।
সেইসব কথাদের পিছু থেকে গেছে অব্যক্ত
যেমন অনেকেরই থাকে জীবনের গোপন লকারে
থরে থরে সাজান।
সেই লকারের চাবি যার হাতে দেওয়া যেত
সমব্যথী একজন,
যে পারত আমার সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার
ভাগ নিতে।
যে পারত আমার না পাওয়া লজ্জাকে
সমবেদনায় ঢেকে দিতে।
তেমন মানুষতো পেলাম না আজীবন।
তাই যাওয়ার আগে
যশ, মান, আত্মীয়, আত্মজ,
তিলে তিলে জমে ওঠা সম্পদ,
সকলই ছেড়ে যেতে হবে একদিন।
তবু পারব কি মুক্তি দিতে সেইসব কথাদের
লালন করেছি যাদের গোপনে এতদিন।

BANGLADARSHAN.COM

সমতা পরিষদ
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯২

পরিক্রমা

সব চাওয়া চাওয়া নয়
কিছু চাই ভুল করে
তারই ফসল বুকে নিয়ে
ধরায় আসি বারেবারে।
ভুল জেনেও করি ভুল
গনি মাশুল
প্রতিবারে
কৌতূহল ভরে।
বুঝি শেষ নেই এ চাওয়ার
তাই এত যাওয়া আসা
ভ্রান্তি জেনেও মনে আসে
প্রেম প্রীতি ভালবাসা।
ভালবাসা হোক নগ্ন ভাষাহীন নয়
সংজ্ঞাহীন চিত্রকল্প বিশ্বের বিস্ময়।
প্রেম তবু মানে না পরাজয়।
টানিছে অহরহ বিশ্বে দুর্নিবার টানে
বাঁধিয়া রাখিতে চায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
তবে কি মুক্তি নেই এই যাওয়া আসার
রহিবে কি অব্যাহত এ পথ পরিক্রমা?
দুরূহ এ জিজ্ঞাসার কে দেবে উত্তর?
শুনিনু অকস্মাৎ অন্তরে
বিশ্বের শাশ্বত বাণী সংক্ষিপ্ত উত্তর
‘সমর্পণ কর।’

BANGLADARSHAN.COM

কবি সম্মেলন

পাড়ার ‘সবুজ সংঘ’ ক্লাবে
কবি সম্মেলন,
জনৈক প্রখ্যাত কবি
অলঙ্কৃত করবেন প্রধান অতিথির আসন।
এ অভাজনও নিমন্ত্রিত
তবে অতিথি হিসাবে নয়
কবিতা পাঠের জন্য–আধুনিক ও স্বরচিত।
পাড়ার দেওয়াল পত্রিকায়
ক’একটা ব্যঙ্গ কবিতা লেখার দৌলতে
এ অভাজনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল
পাড়ায়-বেপাড়ায়।
পাড়ার কচিকাঁচাদের দল আমায় দেখলেই
ব্যঙ্গ করে কবি বলে ডাকে অলক্ষ্যে।
তারাই কিন্তু আমার প্রচার মাধ্যম।
লেখাতো দূরের কথা
আধুনিক কবিতা কোনদিন ঠিকঠাক বুঝি না।
তাই আসর শুরুর পূর্বেই চিন্তাগ্রস্ত আমি
জরীপ করে বুঝলাম–
উদ্যোক্তা বা শ্রোতাদের বেশীটাই
কবি কিম্বা কবিতা প্রেমিক নয়।
সেই ভরসায় ওদের ডেকে কবিতা শোনালাম
আসরের পূর্বে জনান্তিকে।
ওরা শুনে বললে সমস্বরে
‘ওটা কবিতাই নয়, চলবে না এ আসরে।’
বললাম–তোমাদের প্রধান অতিথির লেখা সদ্য প্রকাশিত।
ওদের চোখে সংশয়
আমি প্রত্যাগত।

BANGLADARSHAN.COM

শিল্পী

দিন শেষ। রাত্রি সমাগত।
তমসার তীরে শিল্পী ধ্যানমগ্ন শান্ত সমাহিত।
আপনার সৃষ্টির আনন্দে বিভোর,
উল্লসিত প্রাণ।
অনীহা বৈদিক মন্ত্রে,
ভুলে যায় আরাত্রিক গান।
ভুলে যায় ধূপ দীপে, মালায় চন্দনে,
ঘণ্টা কাঁসরে
দেবতাকে জানাতে প্রণাম।
প্রজ্ঞা তার–
নিস্প্রাণ পাথরের বুকে মাথা ঠুকে
জাহ্নবীর পুতবারি সিঞ্চনে
প্রাণপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ আয়োজন
প্রহসন নয় শুধু অলীক স্বপন।
প্রকৃতিতে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি
যুগ যুগ ধরে ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মত্ত
বিরাট এক শিশুর অস্তিত্ব।
তার স্বভাবের পাথরে চিহ্নিত হয়
স্রষ্টার বিচিত্র রূপ প্রতিনিয়ত।
তারপর...
সেথা বিকশিত হয় পুণ্য লগ্নে কোনদিন
সহস্রদল একটি কমল নিজস্ব মহিমায়;
সম্পূর্ণ হয় তার সাধনা কঠিন।

BANGLADARSHAN.COM

‘শ্রীমা সারদা’
অগ্রহায়ণ, ১৪০৩

চিরসুন্দর

বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশু মায়ের কোলে,
বৃক্ষ ফলে সুন্দর
লতা পুষ্পিত হলে।
শাওনে বরষা সুন্দর
বিদ্যুৎ মেঘের কোলে,
ভাদরে নদী সুন্দর
পাহাড়ে ঢল নামলে।
অম্বর নীলে সুন্দর
ধরণী শ্যামল হোলে;
উদয়ে ভানু সুন্দর
শশী নীলের কোলে।
শিশুর হাসি সুন্দর
কেকা পাখা মেললে,
সঙ্গীত সুরে সুন্দর
নৃত্য ছন্দ তালে।
নারী যৌবনে সুন্দর
মানুষ বৃদ্ধ হোলে,
জীবন প্রজ্ঞায় সুন্দর
মৃত্যু অশ্রুজলে।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরপাড়া গভঃ হাই স্কুল
পুনর্মিলন উৎসব ১৯৯৪

গণসঙ্গীত

অমানিশা বুঝি শেষ হোল ঐ
পূবাকাশ হোল রক্তিম,
মিছিলের হাতে পতাকা রঙিন
জাগে নব যুগ নূতন দিন।
জনতা ডাকিছে ওঠ সবে আজ
পথে নেমে এস ছেড়ে ভয় লাজ
তোল স্লোগান–
ভারতবাসী সবে এক জাতি
বিদ্বেষ ত্যাজো আনো সংহতি
ধর্মের নামে যত জালিয়াতি
ভেঙ্গে করো খান খান।
সাদা কালো আর বামুন শূদ্র
শিখ-পাঠান-নাগা-হিন্দু-বৌদ্ধ
কেহ নয় ছোট সকলে মানুষ
হোক সে মুসলমান।
একই মাটিতে জন্ম সবার,
একই মেঘ সবে দেয় জলধার
একই রবি শশী দেয় সবে আলো
একই বাতাস জুড়ায় প্রাণ।
এস এস সবে আর আছো যারা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
জাতপাত ভুলে এক প্রাণ হয়ে
হও সবে আগুয়ান,
জনতা কণ্ঠে ধ্বনিত হোক
মানুষের জয়গান।

BANGLADARSHAN.COM

প্রবাসী সংঘ
বিশেষ সংখ্যা আশ্বিন ১৪০২

মিনি ছড়া

১

কালি কলম মন
লেখে তিন জন,
হাত বলে আমি বাদ
পড়িনু কি কারণ।

২

ঘড়ি সারাদিন রাত
বলে টিক্ টিক্ টিক্
সময়ে সময়ের কাজ
করে যাও ঠিক।

৩

ঢিলে ঢালা পোষাক ভাল
কাজে ঢিলে ভাল নয়
মিলেমিশে থাকা ভাল
(তবে) অসতের সঙ্গে নয়।

BANGLADARSHAN.COM

৪

চঞ্চল চিত্ত রয় যার নিত্য,
কোন কাজে মন যার রয় না
খাওয়া পরা সুখ যার, দিবা নিদ্রা সখ যার
ধরায় সে কোন কাজে আসে না।

৫

‘টাকা মাটি মাটি টাকা’
টাকায় মাটি মাটিতে টাকা
যার আছে তার সব আছে
যার নেই তার সব ফাঁকা।

রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি

রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি
সারাদিন মেঘলা,
ঝোড়ো হাওয়া বইছে
জল কাদা বাদলা।
মাতাল নদী মাতলা
মাছ ধরবে ন্যাপলা
মাথায় টোকা বেরিয়ে পড়ে
সঙ্গী হাবুল ক্যাবলা।
ওস্তাদ ন্যাপলা
ঘুরিয়ে মাথায় মাঝ গাঙ্গেতে
ফেলল জাল খ্যাপলা।
পাড়ে ছিল শ্যাওলা
ঝাপটা লেগে পা পিছলে
পড়ল জলে হাবলা।
জাল গেল ফেঁসে
হাব্‌লা মল কেশে
ফোকর গলে পালাল সব
রুই পোনা আর কাতলা।
ক্যাবলা ছিল আড়ে
জাল তুলল পাড়ে
জাল ঝেড়ে, হাবলা ছাড়াও
মিলল শামুক শাপলা।

BANGLADARSHAN.COM

শিব ঠাকুরের বিয়ে

ধিন ধিন ধিন
নাচে চিংড়ি পোনা
জলে ভরা খাল বিল
পুকুর ডোবা খানা।
ব্যাঙ বাবাজী বাজায় সানই
গান ধরেছে মেছো কানাই
নন্দী বাজায় সিঙ্গা
শিবঠাকুরের বিয়ে আজ
তাইরে নাইরে না।
জবর ফলার আজকে সবার
দুধ দই ক্ষীর ছানা,
ধিনতা তাধিন ধিনা।

BANGLADARSHAN.COM

খোকার পড়া

পিড়িং পিড়িং পিড়িং
উই চিংড়ি বাজায় সেতার
নাচে গঙ্গা ফড়িং
ঝিঁঝির পায়ে ঝাঁজর বাজে
লাফায় বল্গা হরিণ।
তাই না দেখে ন্যাংটো খোকা
পড়ছে বসে রিডিং
কেউ বোঝে না মিনিং।

চাঁদা মামা

চাঁদামামা দেয় হামা
দাঁত নেই ফোক্‌লা।
দিনে ঘুমায় মায়ের কোলে
রাতে ঘোরে একলা।
চাঁদা মামা নেমে আসে
মেঘের দোলায় ভেসে,
খোকার কপালে টি দিয়ে
ফেরে আপন দেশে।
চাঁদা মামা সবার প্রিয়
হাসিটি মধুর,
চিরদিনের বন্ধু সে যে
সব খোকা খুকুর।

BANGLADARSHAN.COM

বর্তমান প্রজন্ম

ছড়া শিখেছি এক
শোননি ত দাদু,
পড়লেই পাবে মজা
মনে হবে যাদু।
তবে তোমরা বুঝবে না ঠিক
অর্থ বড় কঠিন,
বুঝতে ভাব অর্থ তার
কেটে যাবে দিন।
নেই পক্ষীরাজ ঘোড়া
তেপান্তরের মাঠ,
নেই কোন রাজপুত্তুর
বৌ ঠাকুরাণীর হাট।
নেই সোনার পালঙ্কে শোয়া
ঘুমন্ত রাজকন্যা,
নেই দৈত্যদানো কিম্বা
কথা বলা ব্যঙ্গমা।
ওরা হয়ত সবাই ছিল
ঠাকুর রবির কালে,
শিশুদেরও প্রশ্ন এখন–
‘ওরা ছিল কি আসলে?’
এখন ছেলে ভোলান ছড়ায়
ওদের মন ভোলানো দায়,
খেলনা রকেট চড়ে ওরা
চাঁদে যেতে চায়।

BANGLADARSHAN.COM

বরষার ছড়া

জল পড়ে পাতা নড়ে
মেঘ জমেছে আকাশ জুড়ে।
হাতী চলে মাথা নড়ে
দুলে দুলে খোকন পড়ে।
ঘুরছে মেছো ডোঙ্গায় চড়ে
ঝিমোয় টিয়া বসে দাঁড়ে।
ভাঙ্গল পা কেউ পিছলে পড়ে
ঘড়ি ঘড়ি জোয়ার বাড়ে।
ধানের শিশু মাথা নাড়ে
ব্যাঙ ডাকছে পুকুর পাড়ে।
ইঁদুর পালায় গর্ত ছেড়ে
বিজলী হানে মেঘের আড়ে।
পাশের বাড়ীর রান্নাঘরে
ইলিশ ভাজার সুবাস ছাড়ে।
হাসছে খুকু আড়ে আড়ে
দাদু ঘোড়ার পিঠে চড়ে।
গান জুড়েছে ভুবন পাঁড়ে
বুড়োরা খেলে দাবা বোড়ে।
কড়কড়িয়ে বাজ পড়ে
ঝুলছে ডালে একানড়ে।
ছোট্ট খোকা, ভয়ে ডরে
কোলটিতে মা'র লুকিয়ে পড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

পূজোর ছড়া

পূজো মানেই সাজা গোজা
চপ কাটলেট খাওয়া,
পূজো মানেই পড়া বন্ধ
দেশ বিদেশ যাওয়া।
পূজো মানেই সারা দুপুর
টো টো করে ঘোরা,
তাস দাবা আর লুডো খেলে
সময়টা পার করা।
পূজো মানেই নীল আকাশে
সাদা মেঘের ভেলা,
পূজো মানেই ঠাকুর দেখা
সকাল সন্ধ্যে বেলা।
পূজো মানেই স্বাধীনতা
অবাধ মেলা মেশা
পূজো মানেই হাসি কৌতুক
গল্প করার নেশা।
পূজো মানেই মায়ের আদর
বাবার ভালোবাসা
পূজো মানেই ‘মা’ পড়লে জলে
চোখের জলে ভাসা।

BANGLADARSHAN.COM

পূজোবাড়ী

বছরের পূজোসংখ্যা যত
এলো পূজোবাড়ীতে,
খোকাবাবু রান্নাঘরে কাঠি দেয় হাঁড়িতে।
হাঁড়িতে ফুটছে জল টগবগ টগবগ
খোকাকে সরাও আগে কোরোনাকো বকবক।
চাল ঢেলে দাও আগে কোরোনাকো দেরী
পোলাও হবে আধমণ সেইমত তরকারী।
মাছ হবে মণটাক, ডাল দশ কেজী,
চাটনী পাঁপড় ভাজা থাকবে ভাজাভুজি
মিষ্টিতো থাকবেই পাঁচ রকমের।
দই ক্ষীর রাবড়ি সব দশ সের।
অতিথি ঠেকাও গিয়ে ভীড়ে ভীড় বাড়ি,
সকাল থেকে আসার শুরু বাইক মোটরগাড়ী।
ভোর না হ'তে বাজছে ঢাক সঙ্গে সানাই
বাজাচ্ছে ঢোল চিন্তামনি নাচছে কানাই।
গয়না শাড়ী রংবেরংএর
ম্যাক্সি মিনি কত ঢংএর
হাসি খুশীর ঝড় বয়ে যায়
নেই কোন বন্ধন,
মা এসেছে বাপের বাড়ী–
আজকে মায়ের বোধন।

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের মন

খোকা মাকে শুধায় ডেকে
বুকের পরে মাথা রেখে–
আকাশের তারারা কি
গাছের পরে নেমে এসে
হয় কি মা জোনাকি?
খোকার গালে দিয়ে চুমা
মা কয় হেসে–
চাঁদামামা মাটির পরে নেমে এসে
দেয় হামা,
সেকি আমার খোকাটি?
যখন থাকে জেগে
এই ধরনের হাজার প্রশ্ন
শুধায় খোকা মাকে।
উত্তর ঠিক খুঁজতে মায়ের
আকাশ পাতাল ভেবে
কপাল ওঠে ঘেমে।
তাইতো খোকা
যখন থাকে ঘুমে
চাঁদপানা মুখ করে
চোখ দুটি মা'র
আটকে থাকে ত্রাসে
খোকার মুখের পরে।
জাগে বুকে শতেক আশা মা'র
নিরাশা কখন
দুঃখ সুখের ঢেউ
দোলা দেয় বুকে
ভেজে দু নয়ন।
প্রশ্ন জাগে মনে অকারণ–

BANGLADARSHAN.COM

খোকা আমার এলো কোথা থেকে
এত বুদ্ধি পেলই বা কি করে?
শঙ্কিত হয় মন,
এইটুকু এই ছোট্ট আমার বুকে
কেমন করে রাখব ওকে ধরে
আজীবন।

BANGLADARSHAN.COM

সরষের ভেতর ভূত

১

দুই ভূত পালোয়ান
নাকি সুরে গান গায় কোরাসে।
সন্ধ্যা নামলেই পথ ঘাট শুন্‌সান্‌।
পথিক যত সব দেয় ছুট তরাসে।
ভুল করে যায় যারা
ফেরীওলা ব্যাপারী এ পথে
ক্বচিৎ সাঁজে কিম্বা রাতে
শোনে প্রতিজনে–
কোথা থেকে খনখনে গলা তারে ধমকায়,
না দেখে মানুষটা পিলে তার চমকায়।
রাম নাম মুখে বলে
মাথার বোঝা ফেলে
ছুট দেয় কোথা সে
জানে নাকো নিজে সে।
পরদিন দিনমানে
স্বজন বন্ধুসনে এসে দ্যাখে–
জায়গাটা থমথমে
মোট ঘাট ভূতপ্রেত নেই কেউ সেখানে।
পুলিশ গুনিন্‌ যত ওঝা টিক্‌টিকি
শুনেছে বহুবার কেসটা
করেছেও বহুবার ধরবার চেষ্টা।
ফল কিছু ফলেনি,
ভূতধরা দূরে থাক
ভূতেদের টিকিটিরও দর্শন মেলেনি।

BANGLADARSHAN.COM

২

এমন সময় এলো গ্রামে এক চৌকিদার
রামরূপ পাশোয়ান,
নীল কুর্তা গায়ে, কাঁধে মোটা আলোয়ান।
ভয় ডর কাকে বলে জানে না।
ভূত প্রেত মানে না।
সব শুনে বলে সে
ভূতপ্রেত চোর ডাকু গাঁট কাটা যেই হোক,
জব্দ সে করবে।
হাতে এক গাছা লাঠি শুধু থাকলেই চলবে।
পরদিন সন্ধ্যার কিছু পরে
পাশোয়ান গেল ঠিক সেখানে একলা,
যেখানে ঘটে প্রায়ই কেস্‌টা।
সাপভরা দুটো ঝাঁপি ভরে নিল ঝোলাটায়
বদল করে নিল আপনার বেশটা।
রাত প্রায় দশটা–
ঠিক্‌ঠাক্‌ জায়গায় পৌঁছাল পাশোয়ান।
নাকি সুরে গান শুনে ফেলে থুয়ে ঝোলাটা
চম্পট দিল সোজা শেষটা।
পরদিন সকালে
গাঁয়ের যত লোক দেখল সবাই–
সাপের ছোবলে
পড়ে আছে ভূতলে
সংজ্ঞাহীন দুটো গ্রামের সেপাই।
আরও সেথা পড়ে আছে ঝাঁপি আর ঝোলাটা।
কালো দুটো বোরখায় ভূত আঁকা বেশটা।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা

কবিতা লেখে পাগলে।
পপিতা খায় ছাগলে।
আমার প্রেয়সীর নাম কবিতা।
জানতে চাও কি ঠিকানা?
পূবের বামুন পাড়ায়
রাস্তার নাম নেই জানা।
গলিটা সরু একমুখো
বলতে পার আধকানা,
তারি শেষ মাথায় বাড়ি
আটখানা ঘর একটানা।
দেখতে কেমন জানতে চাও?
তার গড়ন খাটো মিশকালো
হাসিটি মিষ্টি বড় ভালো।
মেধা নেইকো মেদবহুল
কথায় কথায় ফোটায় হুল।
গলায় গমক চলায় ঠমক হরিণ-নয়না,
পরীও তাকে বলতে পার তবে তার নেই ডানা।
বব ছাঁট এক মাথা চুল
মুখে হাসির ঝরনা
নাচ গানে তার নেই সমতুল
প্রিয় আমার বহুগুণা।
রূপের গর্বে গরিবনী, আছে হরেক বায়না
কাছে যেতে তার বড় ভয় পাই
তবুও না গিয়ে পারিনা।
দেখতে তাকে যদি মন চায়
যাওনা কেন নামখানা।

BANGLADARSHAN.COM

ছড়ার কবি অসি রায়কে

অসি রায়ের কবিতা
খেলুম করে পান্‌তা,
মন্দ কি আর লাগল
সময়টাত কাটল
জ্ঞানও কিছু বাড়ল।
পড়ে গেলাম গড়গড়িয়ে
পাড়া পড়শি জানল
মুচকি হাসি হাসল
কেউবা হাসি চাপতে গিয়ে
বিষম খেয়ে কাশল
অসি রায়ের ‘ছড়াছড়ি’
ঘুরছে পাড়ার বাড়ী বাড়ী
যেন মশলা মাখা ঝালমুড়ি
শুনল পাড়ার ছোঁড়া ছুঁড়ি
হেসে খেল গড়াগড়ি
কেউ বা মুখ বেঁকিয়ে
বলল বুড়োর বাড়াবাড়ি।
ফোকলা দাঁতে খুশীর হাসি
হাসল শুনে বুড়ো বুড়ি
কচিকাচা ডজন খানেক
শুনে অসির ‘ছড়াছড়ি’
বুঝল কি তা’ তারাই জানে
খুশিতে ডগমগিয়ে
খেলে ধূলায় গড়াগড়ি।
লিখে দিলাম ছড়ার খবর
ছিল যা তা’ আমার ঝোলায়
প্রশংসা না নিন্দে সেটা
বোঝা তোমার নিজেরই দায়

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দ, আশ্বিন, ১৪০৫

কবি বন্দনা

ভারতের মহাকাশ উদ্ভাসিত করি
হে জ্যোতির্ময়,
বারশ সাতষট্টির পঁচিশে বৈশাখ
হয়েছিল তোমার উদয়।
তুমি ভরেছিলে মঙ্গলঘট
বিশ্ববাসীর সাথে,
সাম্যবাদের জয়গান তুমি
প্রচারিলে সংগীতে।
শুনালে প্রেমের মধুর সে বাণী
সারা বিশ্বের কানে,
টানিলে সবারে ভারতের বুকে
মানব মিলন গানে।
ভক্তি প্রেমের সুমধুর ভাষে
পূর্ণ করিয়া ডালি,
নিবেদিলে স্রষ্টার শ্রীচরণে
পবিত্র গীতাঞ্জলি।
সেই ছবি হেরি মোহিত হইল
ছিল যত গুণীজন,
দেশ বিদেশের দরবারে তব
আসিল নিমন্ত্রণ।
শ্রেষ্ঠ আসনে বসালে তোমায়
গলে দিল মণিহার,
উজ্জ্বল হ'ল ভারতের মুখ
বুক ভরে গেল মা'র।
শৃঙ্খলিত মাতৃমূর্তি
পরাধীনতার গ্লানি,
জ্বেলেছিল তব দরদী হৃদয়ে
বিপ্লবের দাবাগ্নি।

BANGLADARSHAN.COM

স্ফূরিত হ'ল লেখনী মুখে
বজ্র কঠিন ভাষা,
দীক্ষা দিলে মাতৃমন্ত্রে
জাগালে তরুণপ্রাণে আশা।
হেরি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলা
শিশুনারী নির্বিশেষে
শাসকের দেওয়া 'নাইট' উপাধি
ত্যজিলে ঘৃণায় রোষে।
বাংলা ভাষার জ্ঞানপীঠ
শিশু সাধকের তপোবন,
রচনা করিলে প্রকৃতির কোলে
শান্তি নিকেতন।
ভারতীয় মতে নব আঙ্গিকে
করি শিক্ষা প্রবর্তন,
শিক্ষা জগতে জ্ঞানের দুয়ার
করিলে উদ্‌ঘাটন।
BANGLADARSHAN.COM
তুমি চলে গেছ ইহলোক ছাড়ি
হে বিশ্ববরেণ্য,
তোমার আসন আজিও শূন্য
হে বীর করহে পূর্ণ।

সুরসাধক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে

(স্মৃতি সভায় পঠিত)

সুরের আকশে ধ্রুবতারা সম
হয়েছিল তোমার উদয়।
সুরের লহরী তুলি অপূর্ব সুন্দর
শুনাইলে সারা বিশ্বময়।
রবীন্দ্র সুকান্তের গীতি
কবির কাব্যগাথা,
তোমার মধুর সুরের পরশে
পেল যে সজীবতা।
সবারে বাসিলে ভাল
নিজ সহোদর জ্ঞানে,
শুনালে সাম্যের গান
বিশ্ববাসীর কানে।
BANGLADARSHAN.COM
মহান শিল্পী সুরের সাধক
এই তব পরিচয়,
সুরের জগতে হেমন্ত নাম
রবে চির অক্ষয়।
নয়ন সমুখে আজ তুমি নাই
ওগো সুরদাস কবি,
এঁকে দিয়ে গেছ নিখিল নয়নে
বিষাদকরুণ ছবি।
সুরের গুরু যেখানেই থাক
চরণে জানাই প্রণাম,
তোমার আশীষে ধন্য হোক
তৃষিত মোদের প্রাণ।

‘আনন্দ’ পত্রিকার সহ-সভাপতি প্রয়াত দেবব্রত চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশ্যে (স্মরণ সভায় পঠিত)

হে বন্ধু,

অল্প কদিনের হয়েছিল পরিচয়,
আঁকার আসরে কিম্বা সাহিত্যবাসরে
দেখালাপ অল্প হলেও ছিল কিছু
প্রেম ভালবাসা হৃদয় গভীরে।
তোমার সাহিত্যানুরাগ কাব্যপ্রীতি
‘আনন্দ’ সাহিত্যাসরের প্রতি নিষ্ঠা,
স্বপ্নবাক হাসিখুশী
সবার সাথে মেশামিশি
ছিলে বিরল গুণের অধিকারী
ছোট গল্পের স্রষ্টা।

BANGLADARSHAN.COM

তাই তোমার স্মরণ সভায়
তোমাকে মনে করে
আজ ব্যথা পাই হৃদয় গভীরে।
আমারও যাবার সময় আসে ধীরে
হবেই হবে বা দেখা মনে লয় বারে বারে
যদি কভু হয় দেখা, হাসি মুখে
দুহাত বাড়ায়ে টানি নিও বুকে
সেই আশা অন্তরে রবে
যতদিন রহিব এ ভবে।
বেশী আয়ু বেশী অভিশাপ
সহিতে হয় বড় বিচ্ছেদের চাপ।
কর্মশেষে চলে যাব সেই কামনীয়।
তোমার যাত্রার মত চির বরণীয়।
যেখানেই থাকো বন্ধু শান্তিতে থেকো,
ফেলে যাওয়া প্রিয়জনে স্মরণেতে রেখো।

জাগলার অভয় মিত্রকে

সবাই বলে লাঠিদা
গোঁপ নেই দেয় তা
কান আছে শোনে কম
প্রিয় তার লস্যি,
দড়িদড়া তলোয়ার
নিয়ে খেলে চিরকাল
রাগালেও রাগেনাকো
একগুঁয়ে দস্যি।
জাগলার লাঠিদার
লাঠি নিয়ে কারবার
পাঁচজোড়া ডিস্ তার
ঘোরে যেন চরকী,
টুপিগুলো উড়ে উড়ে
শূন্যে ঘুরে ঘুরে
মাথায় আসে ফিরে
ঠিক্ যেন ভেলকী।
আমাদের লাঠিদার
দেশ জোড়া নাম তার
মাদার টেরেসার
পেল আশীর্বাণী,
কানা খোঁড়া দুঃস্থ
রোগী ও অসুস্থ
সকলের একান্ত
বন্ধু সে মানি।

BANGLADARSHAN.COM

কালবৈশাখী

গিয়াছে ফাগুন
গিয়াছে চৈত্র
ফুরায়েছে মধুমাস
এলো বৈশাখ
এসেছে জ্যৈষ্ঠ
তপন দহন ত্রাস।
রং-এর বাহার
নেই বনভূমে
পরেছে বিধবা সাজ,
বিটপীর শাখী
পেয়েছে পুরাতন
পাতা ঝরানোর কাজ
বাজিছে ডমরু
ডিমি ডিমি তালে
প্রলয়ঙ্কর সুরে,
ধিকি ধিকি বাড়ে
অগ্নির তাপ
নিদাঘ দ্বিপ্রহরে।
জ্বলে পুড়ে গেল
তৃণ তরুলতা
জ্বলছে ধূসর মাঠ,
যেন ঘৃতাহুতি পড়ে
বাড়ছে আগুন
জ্বলছে তামার টাট।
মাঠ ঘাট ফেটে
হল চৌচির
জলহীন হল জলাশয়,
ক্লান্ত পাখায় বিহঙ্গকুল

BANGLADARSHAN.COM

খোঁজে তরুশাখে আশ্রয়।
শ্রান্ত পথিক
খোঁজে ছায়াতল
জুড়াতে ক্লান্ত তনুমন,
মাঠ ছাড়ি যেথা
কাটিছে জাবর
গোঠের গাভীরা অনুখন।
প্রবল বেগে
বহিল পবন
জ্বলে অরণ্যে হুতাশন,
কোলাহল করে
আর্ত প্রাণীরা
কম্পিত করি সারাবন।
অগ্নি তাপে
তপ্ত দেহে
হিংস্র অহিংস পশুদল,
আত্মীয় সম
একসাথে মিলে
ত্যাজে অশান্ত বনতল।
হঠাৎ গগনে
ঘনঘটা করি
সঞ্চিত হ'ল কালোমেঘ,
হানিল বজ্র
উঠিল ঝঞ্ঝা
বাড়িল বায়ুর গতিবেগ।
বিটপী লতিকা
ছিল যতবনে
ধরিল দুহাত বাড়ায়ে
অশত্থ বটের
পেলব শাখা
পড়িল ভূতলে লুটায়ে

BANGLADARSHAN.COM

ভাঙ্গিল দেওয়াল
উড়ে গেল চাল
যত ছিল পর্ণকুটীর
তোলে কান্নার রোল
পল্লীবধূরা
মহাদুর্যোগে হ'য়ে অধীর।
ডমরু-পানির
জটা গেল খুলি
নামিল বৃষ্টিধারা,
শান্ত হ'ল
অরণ্য ভূমি
শীতল হ'ল ধরা।

BANGLADARSHAN.COM

বরষামঙ্গল

আজ শাওনের বাদল দিনে
মোরা মুখোমুখী বসিব দুজনে
কহিব না কিছু চুপে কানে কানে
নীরবে সঙ্গোপনে।

সব গান আজ হারায়েছে বাণী
পাতায় পাতায় তারি কানাকানি,
সূর্যমুখীর লজ্জা ঢেকেছে
মেঘের আস্তরণে।

মেঘ মেদুর নভপানে চাহি
তটিনীর জল কুলুকুলু গাহি
ছুটিয়া চলেছে সরমে রাঙ্গিয়া
নীল সায়রের পানে।

BANGLADARSHAN.COM

জলতরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া
ডাহুক ডাকিছে কোথা ওগো প্রিয়া
দুটি চকাচকি করে চোখাচোখি
দোঁহে দুজনার পানে।

ধূসর গগন বক্ষ চিরিয়া
বিজলী হানিছে রহিয়া রহিয়া
বিরহী যক্ষ জলদে ডাকিয়া
কি কহিছে কানে কানে।
আকাশ বাতাস নদী কল্লোল
মিলাইয়া সুর তুলিয়াছে রোল
নীরব ধরণী মুখর হয়েছে
মেঘ মল্লার গানে।

সব কিছু মাঝে তোমারই মহিমা
খুঁজে ফিরি তবু পাইনাকো সীমা

কি বিপুল টানে টানিছ সবারে
তাই ভাবি মনে মনে।
চেয়ে দেখি পাশে নেই সেথা প্রিয়া
হিয়ারে বেঁধেছি প্রেমরশি দিয়া
বিশ্বের সাথে সুর মিলাইয়া
নিভৃত নিরজনে।

BANGLADARSHAN.COM

শারদোৎসব

এলো এলো ওই বঙ্গজননী
শারদলক্ষ্মী সাজিয়া
পলাশ পদ্মে শোভিত কানন,
তার কাশবনে দোলে অঙ্গভূষণ,
অপূর্ব সেই রূপ অনুপম
জুড়াল নয়ন হেরিয়া।
মাঠ-ভরা ওই সোনার বরণ
গালিচা রেখেছো পাতিয়া।
নীল নভকোলে মেঘমালা দোলে
আপনার মনে কোথা ভেসে চলে
নীলাম্বরীর অঞ্চল পরে
হংস বলাকা রচিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

নদী ভরা জল রূপ ঢলঢল
বহিছে দুকূল প্লাবিয়া,
মালতির মালা কণ্ঠে পরিয়া
শ্বেত শতদল বক্ষে ধরিয়া
মত্ত আবেগে ছুটিয়া চলেছে
খলখল হাসি হাসিয়া।
শারদ সাঁজে এ কোন সাজে
এলে অপরূপা সাজিয়া,
জ্যোছনার রঙে রাঙান বসন
তারায় খচিত অঙ্গ ভূষণ।
চন্দ্রমুখীর স্বর্ণচিকুর
ললাটে দিলো আঁকিয়া।
নিখিল বিশ্ব হইল নিঃস্ব
তোমার ওরূপ হেরিয়া।

আকাশ গাহিছে আগমনী গান
বাতাসে উঠেছে তারি কলতান
আমার পরাণ ভরিয়া আজিকে
সেই সুর ওঠে বাজিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

॥হেমন্তোৎসব॥

(গান)

সূর্য তোমার সোনারোদ্দুর
ছড়িয়ে দিলে ধানের ক্ষেতে,
সোনার আলোয় সোনার ফসল
উঠল মেতে।
কুয়াসার ঘোমটা ঢেকে
ভোরের আলোয় তুমি এলে,
শিশির ভেজা নয়ন মেলে।
তোমার আসা-যাওয়ায় স্বপ্ন জাগায়
কোন সে মায়াতে
আজ ঝলমলিয়ে উঠল আলো
সোনার ধানক্ষেতে
সূর্য তোমার সোনার আলো
ছড়িয়ে দিলে কাশের বনে
ছড়িয়ে দিলে নদীর জলে
শিশির ভেজা আকুলপ্রাণে
আগমনীর গানখানি আজ গেছে থেমে
ফুলের বাহার নেইকো যে আর
শিরশিরে ওই হিমেল হাওয়া
কাঁপন আনে দেহে মনে
সূর্য তোমার সোনার কিরণ
ছড়িয়ে দিলে আজি এ প্রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

‘মন্থন’ নভেম্বর, ১৯৮৯

শীতঋতু

গেল হেমন্ত
এল শীত ঋতু
শুষ্ক রিক্তবেশে,
যেন কাঠিন্যে ভরা
দিগন্ত ব্যাপী
বিষাদের মূর্তি সে।
তার তাপ বিরল
রূপমূর্তি
মৌনী তপস্বীর,
পাতা ঝরানোর
ডাক পড়েছে
বিবর্ণ বনবিথীর।
ধান কাটা মাঠে
এসেছে নামিয়া
সীমাহীন শূন্যতা,
হিমেল হাওয়ায়
মলিন হয়েছে
সুললিত শ্যামলতা
তুষারপাতে
শীতল হাওয়ায়
উজল হল চন্দ্রকিরণ
শিশির সিক্ত
শিউলি পাতায়
দুলছে নোলক স্ফটিকবরণ
ইক্ষুরসের
মধুরবাসে
ভরল সবার মনপ্রাণ,
চাষীর ঘরে উঠল ফসল
সোনার বরণ শালিধান।

BANGLADARSHAN.COM

কৃষক বধূর
গৃহখানি আজ
উজল হল ধনধানে,
বনভূমি হ'ল
সুরমঞ্জিল
ক্রৌঞ্চ বধূর কলতানে
নূতন ফসল
উঠছে নিতি
শস্যভরা ক্ষিতি হোতে,
ভোজন বিলাসী
রসিক জনে
খুশীর জোয়ারে ওঠে মেতে।
এমনি তুহিন
তুষার ঊষায়
হিমেল হাওয়া গায়ে মেখে
ভ্রমণ পিয়াসী,
তীর্থযাত্রী
বিদেশ ভ্রমণ করে সুখে।

BANGLADARSHAN.COM

বসন্তোৎসব

ঝরাপাতার দিন শেষে
ফেলে রাঙ্গা চরণখানি,
ফুলের ডালি নিয়ে হাতে
এলে গো বসন্তরাণী।
ঘুমিয়েছিল মুকুলগুলি
শুকনো হিমের পরশ লেগে,
দখিন হাওয়ার বার্তা পেয়ে
নয়ন মেলে উঠল জেগে।
শ্যাম নীলিমার ঘটল মিলন
বনবীথির বাসরঘরে,
রং এর মেলা হাতছানি দেয়
প্রজাপতি মধুপেরে।
পদ্মপলাশ আবির ছড়ায়
তোমার সবুজ আঁচলটিতে,
হোলিখেলার রংএর নেশায়
ওরা বুঝি উঠল মেতে।
ভ্রমরা অলি নূপুর বাজায়
গাইছে কুহু মধুর স্বরে,
‘বউ কথা কও’ তান ধরেছে
তোমার ওই জলসাঘরে।
ওপার থেকে আসছে ভেসে
মেঘেরা শ্বেত ওড়না পরে,
বসন্তের এই মহোৎসবে
নেবে তোমায় বরণ করে।

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান রামকৃষ্ণের গান

দ্বাপরেতে কৃষ্ণ যিনি ত্রেতা যুগে রাম,
কলি যুগে রামকৃষ্ণ শ্রী ভগবান।
যবে হিংসা দ্বেষ কাম-কলুষ হয় ধরাধাম,
নররূপে আসেন প্রভু করিবারে ত্রাণ।
কামারপুকুর আর মথুরা বৃন্দাবন
যাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে হল ব্রজের কানন।
কলিতে একটি নাম রামকৃষ্ণ রাম,
মনে জপ মুখে বল জয় জয়রাম।
যে নাম করিয়া জপ দস্যু রত্নাকর
মনুষ্যজনম হোতে পেল পরিত্রাণ।
ধন্য জয়রামবাটি মায়ের জন্মস্থান,
শ্রীচরণস্পর্শে যাঁর হ'ল স্বর্গধাম।
অঙ্গে মাখো ধূলি তার ধন্য করো প্রাণ
মায়ের আশীষে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ যিনি ত্রেতা যুগে রাম।

BANGLADARSHAN.COM

স্বরবর্ণে শ্যামা সঙ্গীত

অ– অসুর নাশিনী অভয়া মা কালী

আ– আমার আমিত্বে দাও গো মা বলি

ই– ইচ্ছাময়ী তারা তুমি

ঈ– ঈশ্বরী মুণ্ডমালী।

উ– উৎসবে ব্যসনে মাগো জীবন সন্ধ্যায়

ঊ– ঊর্দ্ধে নিম্নে এ ব্রহ্মাণ্ডে থাকি মা যেথায়

ঋ– ঋণগ্রস্ত সন্তানেরে দিও ঠাঁই পায়,

এ– এটুকু রেখো মা দয়া ওগো ভদ্রকালী।

ঐ– ঐ যে শমন আসে, তারেও না ডরি

ও– ওমা অভয়পদে এ প্রাণ যদি সঁপে দিতে পারি

ঔ– ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কারে দিয়ে জলাঞ্জলি।

অসুর নাশিনী অভয়া মা কালী।

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্যামা সঙ্গীত॥

তোর সাথে মোর নিত্য বিরোধ
হয় কেন তুই বল না।
আমি অভাবের ঘরে থাকি
ভাব তো আমার সয়না।
আমি এক ভবঘুরে
সারাদিন বেড়াই ঘুরে,
সবখানে মোর যাওয়াআসা
তবু তোর কাছে ত যাই না।
যদি দয়া করে না দিস দেখা
থাকব আমি একা একা
মায়ে পোয়ে মিটবে বিরোধ
কেমন করে বলনা।

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্যামাসঙ্গীত॥

তোর কালরূপে ভুবন আলো
সে কথা কে না জানে,
নয়ন ভরে দেখব ও রূপ
একবার দেখা দে মা সন্তানে।
ধূলায় ফেলে অবোধ ছেলে
লুকালি মা কোনখানে,
খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে
ঘুরিস্ শ্মশান মশানে।
কেমন করে ডাকলে মাগো
আবার তুই নিবি কোলে,
কোন অপরাধে অপরাধী আমি
সে কথা দে মা বলে
জঠর জ্বালা মেটেও যদি
কালী নাম সুধাপানে,
প্রাণের তৃষ্ণা মিটবে কি মা
ও রাঙ্গাচরণ অদর্শনে?
সন্তানের অপরাধ কি
মা কভু রাখে মনে,
ক্ষমা দিয়ে ধুইয়ে দে মা
দয়া কি তোর নেই মা প্রাণে।

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্যামা সঙ্গীত॥

হৃদয় ভরে ডাক দেখি মন
কালী কালী কালী বলে,
চরণ দুটি ধুইয়ে দে মার
ভক্তি প্রেমের অশ্রুজলে।
ভক্তি কমল যার ফুটেছে
তার কি প্রয়োজন গঙ্গাজলে,
জ্ঞানশ্চক্ষু যার খুলেছে
সে কি থাকতে পারে মাকে ভুলে
ষড়রিপু আঁকড়ে ধরে
কামনা বাসনা মেলি,
সারাজীবন ভজন পূজন
করে কি মার দেখা পেলি।
তাই বলি মন আসছে শমন
ভুলে যা বিষয় রতন,
মার চরণ দুটি বক্ষে ধরে
ডেকে ওঠ মা মা বলে
দেখি কেমন করে থাকে বেটি
অবোধ সন্তানেরে ফেলে।

BANGLADARSHAN.COM

মুক্তি মেলে ক’জনার

অসুখ ত সবার করে
কারও বা অসুখ সারে না,
অন্ন ত সকলেই খায়
কারও বা পেট ভরে না
বই ত সবাই পড়ে
বিদ্যা সবার হয় না।
রাতে ত সকলেই ঘুমোয়
কারও চোখে ঘুম আসে না,
বুদ্ধি ত সকলের আছে
কারও বুদ্ধি খোলে না,
মান ত সবার আছে
অপমান কেউ ভোলে না।
দাঁতে বিষ সবার আছে
কেউ বা ফণা তোলে না,
আঘাত ত সকলেই খায়
তবু কেউ বা আঘাত হানে না।
ভক্ত ত অনেক আছে
ভক্তি সবার থাকে না,
ঈশ্বরকে ত সবাই ডাকে
মুক্তি মেলে ক’জনার।

BANGLADARSHAN.COM

কবীরের দোঁহা অবলম্বনে

১

আমার ঈশ্বর অপার লীলাময়
যোগমুদ্রায় যোগী জানবে কেমনে?
ধর্মের ব্যাপারী ঘুরছে জগৎময়
ব্রহ্মচারী ডুবে আছে পূজা তর্পণে।
এ পৃথিবীর বায়ু না করে গ্রহণ
যোগী কুম্ভক প্রক্রিয়ায় করে জীবনধারণ,
অজগর সর্পসম শক্তি লভিয়া
এ বিশ্ব খেলায় বাজী হারে অনুখন।
আমার মনমন্দির রহে যে শূন্য
রজনী হেন ঘন অন্ধকার
তবে কোথা বিশ্রাম লভিবে এভক্ত
কোথা সে শান্তির বিশ্রামাগার।
কবীর কহেন–
‘শুন ভাই সাধো, করহ বিশ্রাম,
রবি শশী যে মন্দিরে রহে দীপ্যমান।’

BANGLADARSHAN.COM

কবীরের দোঁহা অবলম্বনে

২

এই দুনিয়া পাগলের কারখানা,
সত্য কহিলে সবাই করবে তোমায় ভর্ৎসনা।
হিন্দু বলে রাম উপাস্য মুসলমান বলে রহিম
রাম রহিম যে একই ব্রহ্ম জানে কি হিন্দু মুসলিম?
পরস্পরে লড়াই করে মর্ম কথা না বুঝে।
কেহ পূজে কোরাণ কেহ মরে পাথর খুঁজে।
কেহ মাথায় রাখে টিকি কেহ লম্বা দাড়ি,
কেহ মাথায় লাগায় টুপী কেহ হয় জটাধারী।
কেহ বা মূর্তি পূজে তীর্থব্রত করে পালন,
কেহ কপালে তিলক আঁকে কেহ করে মাল্যধারণ।
কেহ দোঁহা পাঠ করে কেহ করে ভজন গান,
ওরা মিথ্যা পথের অন্ধযোগী জানেনা কে ভগবান।
পীর ফকির অনেকেই আছে
পড়ে কোরাণ অথবা গ্রন্থ
শিষ্যেরে শেখায় গুপ্তবাক্য
নিজেরা জানেনা কোন্‌টি সত্য।
কেহ মিথ্যা অভিমানে মত্ত
ঘরে ঘরে করেন মন্ত্রদান,
অন্তিমকালে হয়ে অনুতপ্ত
শিষ্যের সাথে রসাতলে যান।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥